ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ঢাকা শহরে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়
প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

উত্তর: ডেঙ্গু জ্বর একটি রোগ-সংক্রামক কীটবাহিত ভাইরাসজনিত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগ (Tropical Disease)। *এডিস ইজিপটাই* ও *এডিস এলবোপিকটাস* প্রজাতির মশার মাধ্যমে এর সংক্রমণ হয়ে থাকে। ডেঙ্গু ছাড়াও এই মশা চিকুনগুনিয়া ও জিকা ভাইরাস সংক্রমণ করে থাকে। ১৯৭০ এর দশকের পূর্বে মাত্র ৯টি দেশের ডেঙ্গু মহামারীর অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তবে গত পাঁচ দশকে খুব দ্রুত হারে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশেও গত দুই দশকে ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া একটি প্রধান জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। ঘনবসতিপূর্ণ দেশ হওয়ার কারণে বাংলাদেশে এই রোগের ঝুঁকি আরও বেশি এবং একটি অন্যতম জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বাংলাদেশে ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাবের সময়কাল সাধারণত বর্ষা মৌসুম (মে-আগস্ট) এবং বর্ষা পরবর্তী মৌসুম (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর) হলেও ২০১৪ সাল হতে এর ধরন পরিবর্তিত হয়ে প্রাক বর্ষা মৌসুমেও (জানুয়ারি-এপ্রিল) ডেঙ্গু আক্রান্ত হচ্ছে।

বাংলাদেশের সংবিধানে জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনকে রাষ্ট্রের অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলে গণ্য করার কথা বলা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে ২০৩০ সালের মধ্যে যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, এইডসসহ সকল ধরনের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগের মহামারী (Tropical Disease) নির্মূল করার প্রত্যয় (অভীষ্ট ৩) ব্যক্ত করা হলেও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপক ঘাটতির অভিযোগ রয়েছে। সম্প্রতি ডেঙ্গুর ব্যাপকতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের একাংশের অস্বীকার, যথাসময়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণে ঘাটতি, মশা নিয়ন্ত্রণে অব্যবস্থাপনা, কীটনাশক ক্রয়ে অনিয়ম-দুর্নীতি, জরুরি পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে ডেঙ্গু পরীক্ষার কিট, মশক নিধন যন্ত্র, জনস্বাস্থ্য কীটনাশক, রোগ-নির্ণয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিভিন্ন সিন্ডিকেটের সক্রিয় হওয়ার বিষয়গুলো সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। ২০১৭ সালে চিকুনগুনিয়া প্রাদুর্ভাবের সময়ও প্রায় একই ধরনের অভিযোগ সংবাদমাধ্যমে উঠে আসে।

বাংলাদেশে বিশেষত ঢাকায় ২০০০ সাল থেকে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব হলেও এবং বিগত কয়েক বছরের অন্যতম রোগের বোঝা (disease burden) হওয়া সত্ত্বেও ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম কতটুকু কার্যকর হচ্ছে এবং কার্যকর না হলে কেন হচ্ছে না তা নিয়ে অনুসন্ধানী গবেষণার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠায় টিআইবি'র কার্যক্রমে স্বাস্থ্য একটি অন্যতম খাত, স্বাস্থ্য খাতের বিভিন্ন গবেষণার ধারাবাহিকতায় ডেঙ্গুকে একটি জরুরি স্বাস্থ্য পরিস্থিতি হিসেবে বিবেচনা করে বর্তমান গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

প্রশ্ন: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ঢাকা শহরে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা এবং এ সংশ্লিষ্ট সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের যে বিভিন্ন ধাপগুলো রয়েছে তা পর্যালোচনা করা, এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে বিদ্যমান অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন ও কারণ চিহ্নিত করা, এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে যে সকল অংশীজন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে তাদের মধ্যেকার সমন্বয় পর্যালোচনা করা এবং এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সুপারিশ প্রদান করা।

প্রশ্ন: এই গবেষণার পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস কি?

উত্তর: এই গবেষণায় গুণগত গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, মশক নিবারনী দপ্তর ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান ও দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, কীটনাশক আমদানীকারক, বিক্রয় ও উৎপাদনকারী, এবং বেসরকারি বালাই/কীট নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানের মালিক, কীটতত্ত্ববিদ, জনস্বাস্থ্য গবেষক প্রমুখ ব্যক্তিদের কাছ থেকে নিজ

নিজ প্রতিষ্ঠান ও কার্যক্রম এবং মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের বিভিন্ন ধাপ সম্পর্কিত প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক আইন ও বিধি, গবেষণা প্রতিবেদন, ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য, বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ ইত্যাদি হতে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন: এই গবেষণার সময়কাল কি?

উত্তর: এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহের সময়কাল ছিল ২০ আগস্ট ২০১৯ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে গত পাঁচ বছরের (২০১৫ হতে ২০১৯ সাল) মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে বিবেচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন: গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

উত্তর: এ গবেষণায় বিশ্লেষণকৃত তথ্যসমূহের ক্ষেত্রে যথাযথ পদ্ধতিতে নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাই করা হয়েছে। বিশেষ করে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান, বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে ক্রস চেকিংসহ সম্ভাব্য সকল সূত্রসমূহ থেকে তুলনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন: গবেষণায় কোন কোন বিষয়ের ওপর পর্যালোচনা করা হয়েছে?

উত্তর: ঢাকা শহরের মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের বিভিন্ন ধাপ এবং ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনসহ এ সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা এবং তাদের মধ্যেকার সমন্বয় কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই গবেষণায় যেসব কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

- এডিস মশা জরিপ, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিতকরণ, ডেঙ্গু রোগের পূর্বাভাস
- মশা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা
- মশা নিধন জনবল ও উপকরণে চাহিদা নিরূপণ এবং ক্রয় প্রক্রিয়া
- কীটনাশকের মান পরীক্ষা, কীটনাশক নিবন্ধন
- মাঠ পর্যায়ে কীটনাশক প্রয়োগ
- মাঠ পর্যায়ের জনবল ও যন্ত্রপাতি
- মশা নিধন কার্যক্রম মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ
- মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সমন্বয়।

প্রশ্ন: এই গবেষণায় প্রাপ্ত অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য কি?

উত্তর: গবেষণায় উপস্থাপিত পর্যবেক্ষণসমূহ ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনসহ মশা নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন অফিসের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। তবে, এ গবেষণার পর্যবেক্ষণ ঢাকা শহরে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে বিদ্যমান অনিয়ম-দুর্নীতির ধরণ এবং সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ সম্পর্কে একটি ধারণা প্রদান করে।

প্রশ্ন: টিআইবি'র মতে এই প্রতিবেদনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন কোন বিষয় উঠে এসেছে?

উত্তর: বাংলাদেশে বিগত কয়েক বছর ধরে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব থাকলেও জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে ডেঙ্গু মশা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। এক্ষেত্রে যে জাতীয় কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা করার কথা তা খুব প্রাথমিক অবস্থায় আছে। ঢাকা শহরের এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে সমন্বিত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি না রেখে দুই সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রম শুধু রাসায়নিক ব্যবস্থাপনা-কেন্দ্রিক ও অ্যাডাল্টিসাইড পদ্ধতি-নির্ভর যা এডিস মশার ক্ষেত্রে কার্যকর নয়। এই কীটনাশক নির্ভর মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে ক্রয়ের সুযোগ বেশি থাকার ফলে দুর্নীতির ক্ষেত্র তৈরি হয়, যা উপযুক্ত ও কার্যকর অ্যাডাল্টিসাইড নির্ধারণে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। অনিয়ম-দুর্নীতির উদ্দেশ্যে কীটনাশক ক্রয়ে যথাযথভাবে সরকারি ক্রয় আইন অনুসরণ না করার ফলে সরকারি অর্থের অপচয় হচ্ছে, নির্ধারিত বাজেটের পূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে না এবং মানহীন কীটনাশক সরবরাহ করা হচ্ছে। মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য গৃহীত এই আংশিক পদ্ধতিটিও অফলপ্রসু হওয়ার ফলে মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম অকার্যকর পর্যায়ে চলে যায়। এছাড়া ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাবের প্রকৃত চিত্র চিহ্নিত, এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয়, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতির ফলে যথাসময়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। বিক্ষিপ্তভাবে লোক দেখানো অকার্যকর কার্যক্রম গ্রহণ এবং সিটি কর্পোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজনের মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে সারা দেশে ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়েছে যা লক্ষাধিক মানুষের ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হওয়া এবং দুই শতাধিক মানুষের মৃত্যুর অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

প্রশ্ন: এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে সুপারিশসমূহ কি কি?

উত্তর: এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রম গ্রহণ ও এই কার্যক্রম সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য গবেষণা ফলাফলের আলোকে নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রস্তাব করা হলো-

ক. কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন

১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে, যেখানে সকল অংশীজনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুস্পষ্ট করতে হবে।

২. জাতীয় কৌশল ও কর্মপরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে মশা নিধনে নিজস্ব পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।

৩. এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে সকল প্রকার পদ্ধতির ব্যবহার নিশ্চিত করে সিটি কর্পোরেশনগুলোকে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে; পরিবেশবান্ধব পদ্ধতির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে (যেমন, এডিস মশার উৎস নির্মূল, পরিবেশবান্ধব রাসায়নিক ব্যবহার); বছরব্যাপী এ কার্যক্রম পরিচালনার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ. আইনি সংস্কার

৪. এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে নির্মাণাধীন ভবন, নির্মাণ প্রকল্প ইত্যাদি বিষয় সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের (রিহ্যাব, হাউজিং এস্টেট কোম্পানি ইত্যাদি) দায়িত্ব ও কর্তব্য কী হবে তা সংশ্লিষ্ট আইনগুলোতে স্পষ্ট করতে হবে। দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যত্যয়ের ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিধান থাকতে হবে।

গ. এডিস মশা জরিপ, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিতকরণ, ডেঙ্গুর আগাম সতর্কতা

৫. স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে সকল সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল ও রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রকে একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেজের অধীনে নিয়ে আসতে হবে, যেখানে সকলের প্রবেশের সুযোগ থাকবে; ডেঙ্গু রোগী চিহ্নিত হওয়ার সাথে সাথে সিটি কর্পোরেশন এবং দেশের অন্য এলাকায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।

৬. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, আইইডিসিআর ইত্যাদি দপ্তরের সহযোগিতা নিয়ে প্রতিবছর ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাবের শুরুতেই সিটি কর্পোরেশনগুলো সব হটস্পট চিহ্নিত করবে এবং এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপগ্রহণের ব্যবস্থা করবে।

৭. এডিস মশার জরিপ কার্যক্রম ঢাকার বাইরে সম্প্রসারিত করতে হবে; এক্ষেত্রে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়, কীটতত্ত্ববিদ, বেসরকারি গবেষণা সংস্থা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে।

ঘ. জনবল ও প্রশিক্ষণ

৮. জনসংখ্যা, আয়তন, ডেঙ্গু আক্রান্তের হার, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ইত্যাদি বিবেচনা করে মাঠ পর্যায়ের জনবলের চাহিদা নিরূপণ ও এবং চাহিদার ভিত্তিতে নিয়োগ, আউট সোর্সিং বা জনসম্পৃক্ততা নিশ্চিত করে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করতে হবে; এর জন্য পর্যাপ্ত ও সুষম বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।

৯. মশা নিধন কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক দলকে এডিস মশা নির্মূলের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঙ. মশক নিধন কীটনাশক ও উপকরণ ক্রয়

১০. উপযুক্ত কীটনাশক ও এর চাহিদা নির্ধারণ, ক্রয়, কার্যকরতা ও সহনশীলতা পরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে বিশেষজ্ঞ কারিগরি কমিটি করতে হবে; তাদের কার্যক্রম নিয়মিত হতে হবে এবং সভাগুলোর কার্যবিবরণী প্রকাশ করতে হবে।

১১. অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধে কীটনাশক ক্রয় প্রক্রিয়ায় জাতীয় ক্রয় আইন ও বিধিমালা অনুসরণ করতে হবে।

১২. মশা নিধন কার্যক্রম-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম-দুর্নীতি ও দায়িত্বে অবহেলার বিষয়গুলো তদন্ত করে সংশ্লিষ্টদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

চ. কীটনাশকের মান ও কীটনাশক প্রতিরোধী ক্ষমতা পরীক্ষা

১৩. মশার কীটনাশক প্রতিরোধী ক্ষমতা রোধ করার জন্য কিছুদিন পরপর যথাযথ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কীটনাশক পরিবর্তন, একেক এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন কীটনাশক ব্যবহার ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হবে।

১৪. তৃতীয় পক্ষ (বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কীটতত্ত্ববিদ, বেসরকারি গবেষণা সংস্থা ইত্যাদি) কর্তৃক মশার কীটনাশক প্রতিরোধী ক্ষমতা এবং মশা নিধন কার্যক্রম মনিটরিং এর ব্যবস্থা করতে হবে।

১৫. আইইডিসিআর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইংয়ের কীটতত্ত্ববিদসহ বিশেষজ্ঞ শূন্যপদগুলো পূরণ করতে হবে এবং পদ না থাকলে পদ সৃষ্টি করতে হবে।

প্রশ্ন: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

উত্তর: টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবি'র কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি সংক্রান্ত নথি, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবি'র ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবি'র তথ্য সরবরাহের জন্য নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোন বা ই-মেইলের মাধ্যমে উক্ত তথ্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে: ম্যানেজার, রিসোর্স এন্ড ইনফরমেশন সেন্টার, ফোন: ০১৭১৩-০৬৫০১৬, ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org

সমাপ্ত